PHILOSOPHY (HONOURS)

2ND SEMESTER – CC4

লকের মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের মধ্যে পার্থক্য সমালোচনা (Criticism of Locke's distinction between primary and secondary qualities.)

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লকের মতে জ্ঞানই হল অভিজ্ঞতা- তথা সংবেদন। জ্ঞান হচ্ছে তার অনুমান, অথচ লক মুখ্যগুণবিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় ও আধারস্বরূপ- এক জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁর মতে আমাদের মনে যে সকল সংবেদন উৎপন্ন করেন সেইগুলির কারণস্বরূপ মনের নিরপেক্ষ অস্তিত্বশীল এক বস্তুর সত্তা স্বীকার করতেই হয়। অর্থাৎ গুণের আধারস্বরূপ এই জড়ের অস্তিত্বে আস্থাবান, যদিও এই জড়ের স্বরূপ আমাদের কাছে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। এই জড় অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল নয়, যদিও এর সঙ্গে মনের যোগসূত্র স্থাপিত আছে। লক তাঁর সূত্রের নিয়ম অনুযায়ী অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে বস্তুর দুইপ্রকার গুণের কথা স্বীকার করেন; একটি হল মুখ্যগুণ এবং অপরটি হল গৌণগুণ। মুখ্যগুণ গুলি বস্তুর নিজস্ব গুণ (যেগুলির মানসিক প্রতিরূপ বস্তুতে থাকে, যেগুলি প্রত্যক্ষ নির্ভর নয়। বস্তুর আকার, আয়তন, গতি, ঘনত্ব বিস্তার হল মুখ্যগুণ যুক্ত এই গুণগুলি বস্তুর)— বস্তুতে বর্তমান থাকে তাই, সকল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বস্তুরূপে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু গৌণগুণগুলি এইরূপ নয়; তাই গৌণগুণ গুলি উপাদানের মনসাপেক্ষ। রূপ, রস, গন্ধ, উষ্ণতা ও শীতলতা হল গৌণগুণ,

তাই গৌণগুণগুলি ~~[illegible]~~ ভিত্তিতে মুখ্যগুণের সাথে শক্তি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ও ~~[illegible]~~ ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার অনুভূতির জন্য বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। এক কথায় ~~বলতে~~ বলতে গেলে, গৌণগুণগুলি বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকে না, বস্তুর মধ্যে এক অজানা শক্তি থাকে যা আমাদের চিত্তে ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে গৌণগুণের বিভিন্নতার সৃষ্টি করে। বস্তুর নিজের কোন রং থাকে না, এর মধ্যে বস্তুর অণু পরমাণুর অবস্থিতির এক অজানা শক্তি থাকে যার শক্তি আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়ে গৌণ গুণরূপে বিভিন্নরূপে ~~[illegible]~~ প্রকাশিত হয়।

বার্কলে লকের মতবাদের তীব্র — সমালোচনা করে — বলেন (যে অভিজ্ঞতাবাদ) মতে ঐ দুটি ~~[illegible]~~ (মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ) সমানভাবেই মানসিক বা ব্যক্তিগত (subjective) বিষয় ছাড়া আর কিছু নয়। বার্কলের মতে লকের ঐ তত্ত্ব বৈশিষ্ট্যের বিপরীত ও অসঙ্গতিপূর্ণ। লকের অভিজ্ঞতাবাদ বিরুদ্ধে বার্কলের যুক্তিগুলি হল নিম্নরূপ—

(১) অবিচ্ছিন্নতা — লকের গুণবিভাজন যেমন ধরলে একটি বস্তুর গুণ (যেমন আমের) তার আকৃতি (shape) এবং রং (colour) দুটিকে পৃথক করা যায় না, যেমন রং ছাড়া আকৃতি দৃশ্য এই চিন্তা করা ~~[illegible]~~ অসম্ভব। অর্থাৎ তাদের একইসাথে উপলব্ধি হতে

কিন্তু রূপ থেকে সৌন্দর্য বেরিয়ে এলে তা ব্যক্তিনিষ্ঠ অর্থাৎ ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেমন যখন আমি চেয়ার কে উত্তম বলে হয় ~~[illegible]~~ এখন চেয়ারটির আকৃতি রয়েছে আমাদের মনের মধ্যে যে তার চেয়ারটির রূপ হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এমন কোনটি বলতে হবে। এমন কথা যদি লোকের অনুসারে ঐ যদি সৌন্দর্যের মাপ হয় তাহলে এই প্রশ্ন ওঠে আমাদের মন কি বস্তুর চেয়ে— উন্নত আসনের হবে? আবার আমরা যখন উত্তম বলি না ভাবলেও তার কোনো রূপ থাকে না?

ক্রোচের মতে- সুন্দরতা ও সৌন্দর্য হল অভিন্ন, এদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না এমনকি তাদের বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তাও করা যায় না, যেমন-রূপ ও আকৃতি অভিন্ন। যে কোন আকৃতিই হল রূপের কেননা রূপ ছাড়া তার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ~~[illegible]~~ তাই ক্রোচে বলেন আকৃতিহীন বর্ণ ও বর্ণহীন আকৃতি অসম্ভব, তাই আকৃতিকে সুন্দরতা বলে স্বীকার করলে একই যুক্তিতে বর্ণকেও সুন্দরতা বলে মানতে হবে অথচ ~~[illegible]~~ বর্ণ যদি বস্তুর সুন্দরতা— না হয় তাহলে একই যুক্তিতে আকৃতিও সুন্দরতা হতে পারে না।

(২) পরিবর্তনীয়তা- (variability) — প্রাকৃতিক অবস্থা, সময়, প্রত্যেকটির মানসিক ও দৈহিক অবস্থার তারতম্যের জন্য একই জিনিস ব্যক্তিবিশেষে সুন্দর হতে পারে কোন সময় তাকে অতি কুৎসিত মনে প্রকাশ করে যে উন্নত আবার ঐ ব্যক্তিই সৌন্দর্যের

আপেক্ষিক, একটি বস্তুগত নয়। কিন্তু এই পরিবর্তনশীলতাই যদি প্রমাণিত করে যে গৌণগুণ বস্তুগত নয় তাহলে বলতে হবে (দেখাবে যে গৌণগুণের মত মুখ্য গুণও এই অর্থে) আপেক্ষিক (সে প্রত্যক্ষকারী মনের উপর) হয়ে ~~[illegible]~~ ~~[illegible] একটি বস্তু [illegible] [illegible]~~ একটি বস্তুকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে বিভিন্ন বলে মনে হয়। যেমন— একটি মুদ্রাকে উপর থেকে দেখলে গোল দেখায়, পাশ থেকে দেখলে ডিম্বাকৃতি বলে মনে হয়। কাজেই বিস্তার গুণটি যে একই রকম প্রত্যক্ষগত হয়, তাই মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের ~~[illegible]~~ মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করা চলে না।

(৬) আনুরূপ্য বা সাদৃশ্য (Resemblance) :—

লক অনুসারে মুখ্যগুণগুলি প্রকৃতই বস্তুতে থাকে এবং ঐ মুখ্যগুণের ধারণার সাথে অনুরূপের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু গৌণগুণগুলি বস্তুতে থাকে না তাই গৌণগুণের ধারণার সাথে বস্তুর-অনুরূপ (বা-সাদৃশ্য) নেই, অনেকে মনে করেন যে, মুখ্যগুণের বিষয়ে যে অনুভূতি মুখ্য গুণের সূচনা বা কিভাবে আমাদের জানায় ~~[illegible]~~ দুটি বিভিন্ন সাথী উদাহরণ সম্পূর্ণ হয় যদি সেই দুটি ~~[illegible]~~ বিভিন্ন অবস্থার বৈচিত্র্য-নিরপেক্ষ হয় বা আমরা তার প্রতি অভ্যস্ত হই। কিন্তু আমরা দেখি আমাদের বিভিন্ন

অনুমান (হাইপো) সাধারণত [illegible] পদ্ধতি, অনুমান [illegible] থেকে কোন কিছু (প্রস্তাব) সম্পর্কে ধারণা হতে পারে না। অতএব [illegible] যাচাই করতে হয়, সুতরাং উক্ত অনুমান (হাইপো) যদি [illegible] প্রমাণিত হয়, তাহলে [illegible] যে [illegible] তা [illegible] পারে না। [illegible] হলে [illegible] হাইপো [illegible] (গবেষণার সময়) [illegible]।

~~(৪) কার্যকারণ (Causality)~~

~~(৪) পরিমাপযোগ্যতা (Measurability)~~

~~[illegible]~~

(৪) পরিমাপযোগ্যতা (measurability)

[illegible] পরিমাপযোগ্যতা' [illegible] [illegible] (গবেষণার) [illegible] পরিমাপ [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাপ [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাপযোগ্যতার [illegible] (গবেষণার) [illegible] যায় না।

(৫) কার্যকারণ (causality)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]